✪ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ জানা যায়। বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজগিরের সন্নিকটে এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তবংশীয় রাজাদের উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ছয়টি বৌদ্ধ বিহারের সমন্বয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ছয় জন রাজার দানে এই ছয়টি বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন গুপ্তবংশীয় রাজা—*শক্রাদিত্য, বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য* ও *বজ্র*। ষষ্ঠ জন ছিলেন *হর্ষ*। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল আটটি মহাবিদ্যালয় এবং তিনটি গ্রন্থাগার—*রত্নসাগর, রত্নদধি* ও *রত্নরঞ্জক*। শতাধিক শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকে দশ সহস্রাধিক ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করতেন। প্রাথমিকভাবে নালন্দা ছিল একটি মহাযান বৌদ্ধদর্শনচর্চার বিদ্যাপীঠ। কালক্রমে চতুর্বেদ, হেতুবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র, শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে পাঠদান শুরু করা হয়।

Scanned by CamScanner

বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী দেশবিদেশের ছাত্ররা নালন্দায় পাঠগ্রহণের জন্য আকুল হতেন। নালন্দায় পাঠগ্রহণ করে বহু ভিক্ষুপণ্ডিত তিব্বত, চিন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যাত্রা করেছিলেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন *শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, স্থিরমতি, বুদ্ধকীর্তি, কুমারজীব, ধর্মদেব, পরমার্থ* প্রমুখ। বহু বিখ্যাত পণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাত ছিলেন *নাগার্জুন, শীলভদ্র, জিনমিত্র, বসুবন্ধু, দিন্নাগ, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, প্রভামিত্র* প্রমুখ। শীলভদ্র ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক ও সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা হত একশত গ্রামের রাজস্ব থেকে। হর্ষবর্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য অকাতরে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন জানাতেন।

Scanned by CamScanner